সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫০
WEEKLY BOOKLET:450

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান)

নেক আমলের উপর অবিচলতা পাওয়ার পদ্ধতি











- ২০ বছর থেকে একটি জিনিসের প্রার্থনা
- ৩০ বছর ধরে দু'টি বিষয়ের চিকিৎসা
- অতুলনীয় বিনয়ের উদাহরণ (ঘটনা)
- দোয়ায়ে মুস্তফা صلى الله عليه واله وسلم

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নেক আমলের উপর অবিচলতা পাওয়ার পদ্ধতি(১)

আত্তারের দোয়া: হে দয়ালু আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই "নেক আমলের উপর অবিচলতা পাওয়ার পদ্ধতি" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে নেক কাজের উপর অবিচলতা দান করো এবং তাকে তার পিতামাতা ও পরিবারসহ জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের মজলিসগুলোকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়ে সুশোভিত করো, কারণ আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পড়া কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।" (জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ২৮০, হাদীস: ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিড়ালের অবিচলতা

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম শাবী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: যিয়াদের গোলাম আজলান আমাকে বলেছে যে, যিয়াদ যখন ঘর থেকে বের হতো তখন

১. ২৪শে রবিউল আখির ১৪৪১ হিজরী, ২১শে ডিসেম্বর ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ানের লিখিত পুস্পস্তবক।

www.dawateislami.net

আমি তার আগে আগে মসজিদ পর্যন্ত যেতাম এবং মসজিদে প্রবেশের পর তার বসা পর্যন্ত আগে আগেই চলতাম। একদিন সে একটি বিড়াল দেখল যা ঘরের এক কোণে বসে ছিল। আমি তাকে তাড়াতে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে যিয়াদ বলল: একে ছেড়ে দাও, দেখি সে কী করে। এরপর সে যোহরের নামায পড়ল এবং ফিরে এল। আমরা যখন আসর পড়ে পুনরায় ফিরলাম তখনও বিড়ালটি সেখানেই ছিল। সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ আগে একটি ইঁদুর বের হলে বিড়ালটি ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে ধরে ফেলল। যিয়াদ বলল: "যার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে, সে যেন এই বিড়ালের মতো অবিচলতার সহিত তাতে লেগে থাকে, তবেই সে সফলতা পাবে।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৫১, বাণী নাম্বার ৫৮২৬)

মুরাকাবা কোত্থেকে শিখলেন?

সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার দ্বাদশ পীর ও মুরশিদ হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আবুল হুসাইন নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আসলেন। তবে তাঁকে অত্যন্ত একাগ্রতা ও নীরবতার সাথে এক কোণে নিথর ও স্থিরভাবে বসা অবস্থায় পেলেন (অর্থাৎ মুরাকাবায় দেখলেন)। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি এমন একাগ্রতা এবং মুরাকাবা (অর্থাৎ এমন অবিচলতা এবং স্থিরভাবে এভাবে বসে থাকা) কোত্থেকে শিখলেন?" বললেন: "আমাদের একটি বিড়াল ছিল, তার থেকে শিখেছি; যখন সে শিকারের সংকল্প করত তখন (ইঁদুরের) গর্তের পাশে এমনভাবে ওত পেতে বসত যে, তার একটি লোমও নড়ত না।" **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৩১)**

www.dawateislami.net

জানা গেল যে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, তখন তার উচিত অবিচলতার সহিত অপেক্ষা করা, হাঁপিয়ে না যাওয়া; اِنْ شَآءَ الله সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। (প্রবাদ আছে:) مَنْ جَدَّ وَجَدَ অর্থাৎ যে চেষ্টা করেছে সে পেয়েছে।

আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল

হে আশিকানে রাসূল! অবিচলতা অনেক বড় নেয়ামত। বাহ্যিকভাবে ছোট নজরে আসা অথচ সবসময় করা নেক আমল আল্লাহ পাকের নিকট বেশি পছন্দনীয়। যেমনিভাবে হাদীসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করা হলো: "আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোনটি?" ইরশাদ করলেন: "ঐ আমল, যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা অল্প হোক।"

(বুখারী, ৪/২৩৭, হাদীস: ৬৪৬৫)

দুর্ভাগ্যবশত আজকাল আমাদের মধ্যে অবিচলতার অনেক অভাব লক্ষ্য করা যায়। আমরা কোনো কাজই সর্বদা জারি রাখতে পারি না। আবেগে এসে অনেক কিছু শুরু করে দিই কিন্তু আবার ধীরে ধীরে পিছু পরে যাই।

অবিচলতা কাকে বলে?

গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলের নিয়মানুবর্তিতা করাকে অবিচলতা বলা হয়। **(আত তারীফাত লিল জুরজানী, পৃষ্ঠা: ২০)** হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: অবিচলতা হলো; বান্দা শোক ও দুঃখ, বিপদ ও স্বস্তিতে আল্লাহ পাকের বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে না

www.dawateislami.net

নেওয়া। অবিচলতাই হলো বেলায়তের মূল ভিত্তি, যার দ্বারা হুযুর পুরনূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহচর্য নসীব হয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১২তম পারা, সূরা হুদ, ১১২নং আয়াতের পাদটীকা, পৃষ্ঠা: ৩৭২)

এটাই বাস্তবতা যে, কোনো কাজ অবিচলতার সাথে করা নফসের জন্য অনেক কঠিন হয়ে থাকে। কোনো নেক আমল শুরু করার সময় তো অনেক জোশ থাকে, যেভাবে নামায শুরু করার সময় অনেক আবেগে পড়ে, পরে ধীরে ধীরে তা ছুটে যায়। একইভাবে কেউ নেক আমল পুস্তিকার মাধ্যমে নিজের পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে অবিচলতা পায় না, কেউ প্রতি মাসে ৩ দিনের কাফেলায় সফরে অবিচলতা পায় না, কেউ সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার অবিচলতা পায় না। কেউ বলে: দাওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজে অবিচলতা পাচ্ছি না। মোটকথা প্রত্যেকের অবিচলতার অভাবের অভিযোগ রয়েছে। আরবী প্রবাদ হলো: مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَّ وَجَدَ وَمَنْ قَرَعَ الْبَابَ وَلَجَّ وَلَجَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের আকাঙ্ক্ষায় পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করে, সে একদিন তা অবশ্যই পায় এবং যে ব্যক্তি কোনো দরজায় করাঘাত করে এবং অনবরত করাঘাত করতেই থাকে, সে একদিন তাতে অবশ্যই প্রবেশ করতে পারে। (তালীমুল মুতাআল্লিম, পৃষ্ঠা: ৩৪) অর্থাৎ ঐ দরজাটি তার জন্য খুলে যাবে এবং সে তাতে প্রবেশ করতে সফলতা অর্জন করে নেবে।

অবিচলতার গুরুত্ব সম্পর্কে বুযুর্গদের বাণী

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: অবিচলতা হলো অর্ধেক সফলতা, যেমনিভাবে দুঃখ হলো অর্ধেক বার্ধক্য।

www.dawateislami.net

(উয়ূনুল হিকায়েত, পৃষ্ঠা: ১৭৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী জুযজানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "অবিচলতা অবলম্বন করো, কারামতের অন্বেষী হয়ো না; কারণ তোমার নফস কারামতের আকাঙ্ক্ষায় থাকে অথচ তোমার প্রতিপালক তোমার নিকট অবিচলতার দাবি করেন।" (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, পৃষ্ঠা: ২৪০) সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন: একটি অবিচলতা হাজার কারামতের চেয়ে উত্তম। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, ১২তম পারা, সূরা হুদ, ১১২নং আয়াতের পাদটীকা, পৃষ্ঠা: ৩৮২) আরেকটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ হলো: اَلْاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ অর্থাৎ অবিচলতা কারামতের চেয়েও ঊর্ধ্বে।

হে আশিকানে রাসূল! যেই নেক কাজে আপনি অবিচলতা পাচ্ছেন না, সেই বিষয়ে গুরুত্বের সাথে চিন্তা-ভাবনা করে (অর্থাৎ একে Serious নিয়ে) নিজের মানসিকতা তৈরি করুন যে, اِنْ شَآءَ الله এখন আমি এই নেক কাজে বিরতি হতে দেব না, মন বসুক বা না বসুক। এরপর পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন; اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে আপনি তাতে সফল হয়ে যাবেন এবং অবিচলতা পেয়ে যাবেন। দেখুন! যদি পানির ফোঁটা কোনো পাথরের উপর অনবরত পড়তে থাকে, তবে সে ঐ পাথরের ঐ স্থানে গর্ত করে দেয়। অতএব অনবরত কোনো কাজ হলে, তার নিজস্ব একটি প্রভাব থাকে। যদি আপনি লক্ষ্য করে থাকেন (আমি লক্ষ্য করেছি) যে, গরম ও ঠান্ডা পানির একটি মিক্সার কল থাকে, এর দুটি হাতল থাকে; সাধারণত একটি হাতল বেশি ব্যবহার হয়। যে হাতলটি ব্যবহার হতে থাকে এবং যাতে হাত লাগতে থাকে, সেটি কিছুটা উজ্জ্বল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, অথচ যেই হাতলটিকে একেবারে স্পর্শ করা হয় না, তাতে মরিচা ধরে যায়। তো যাতে অনবরত হাত লেগেছে তার পরিচ্ছন্নতা হতে থাকল এবং যাতে হাত লাগেনি সেটি মরিচা যুক্ত হয়ে গেল। একইভাবে অনেক জিনিস এবং মেশিন

www.dawateislami.net

এমন হয়ে থাকে যে, যদি সেগুলোকে অনবরত ব্যবহার করা না হয় তবে সেগুলো জ্যাম হয়ে যায় এবং মাঝেমধ্যে কাজও করে না; সেগুলোকে সচল করার জন্য পুনরায় কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। অতএব যদি আমরা অবিচলতার সাথে কাজ করি, তা যদি অল্পও হয় তবে এমন একদিন আসবে যে, তা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে (অর্থাৎ মন ও মননে) গেঁথে যাবে। এরপর ঐ কাজ ছাড়া আমাদের প্রশান্তি আসবে না। যেমনিভাবে যারা পাক্কা নামাযী হয়, তাদের নামায পড়া ছাড়া প্রশান্তি আসে না। উদাহরণস্বরূপ রাতে জেগে আছেন এবং ফজরের আযানে অল্প সময় বাকি আছে, তবে যে পাক্কা নামাযী হবে, সে ঘুমাবে না। যদি তর্কের খাতিরে সে শুয়েও পড়ে তবে তার ঘুম আসবে না; তার টেনশন হতে থাকবে যে, আমার নামায বাদ পরছে না তো। একইভাবে যে জামাআত সহকারে নামায পড়ার অনুসারী হবে, যত ব্যস্ততাই হোক না কেন, যখন সে আযান শুনবে এবং জামাআত দাঁড়ানোর সময় হবে তখন সে প্রতিটি কাজ ছেড়ে দেবে এবং এই সবকিছু তার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এর বিপরীতে যে নামায তো পড়ে কিন্তু জামাআত সহকারে পড়ে না বরং জামাআত পেলে ভালো আর না পেলে কোনো আফসোস হয় না, একইভাবে যারা অনিয়মিত নামাযী হয়ে থাকে, তাদেরও পরোয়া থাকে না যে, জামাআত যাচ্ছে তো যাক, এমনকি যদি তাদের নামায কাযাও হয়ে যায় তবুও তাদের কোনো আফসোস হয় না। কিন্তু যে পাক্কা নামাযী হবে, সে নামায কাযা করবে না, জামাআত ছাড়বে না। একইভাবে যে প্রথম কাতারের অভ্যস্ত হবে, সে প্রথম কাতার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, তো তার প্রথম কাতার ছুটবে না। আমি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত) মাহে রমযানের ইতিকাফে লক্ষ্য

www.dawateislami.net

করেছি যে, কিছু মানুষের এই প্রেরণা থাকে যে, তারা সাহরীর সময় প্রথম কাতারে বসে নিজেদের ব্যাগ থেকে কিছু না কিছু বের করে খাচ্ছে যাতে প্রথম কাতার ছুটে না যায়; অথচ কিছু ইতিকাফকারীর প্রথম কাতার পাওয়ার কোনো পরোয়া থাকে না। তাদের মধ্যে অনেকে এমন হয়ে থাকে, যাদের জামাআতের অনেক রাকাত চলে যায় বরং কখনো এমনও হতে পারে যে, তাদের পুরো জামাআতই চলে যায়। এই সবই নিজেদের প্রেরণা এবং অবিচলতার বিষয়। যাই হোক, যেকোনো কাজ অনবরত করার মাধ্যমেই অবিচলতা অর্জিত হতে পারে।

২০ বছর থেকে একটি জিনিসের প্রার্থনা

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নেক কাজের অভ্যাস গড়া এবং এতে অবিচলতা পাওয়ার জন্য অনেক বছর ধরে চেষ্টা করতেন। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা মুওয়াররিক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "২০ বছর হয়ে গেছে, আমি আল্লাহ পাকের নিকট একটি জিনিসের বিষয়ে প্রার্থনা করছি কিন্তু আমি আমার উদ্দেশ্যে সফল হচ্ছি না এবং আমি নিরাশও হইনি।" কেউ আরয করল: তা এমন কী প্রয়োজন যে, আপনি ২০ বছর ধরে দোয়া করছেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "(আমার প্রয়োজন এটি ছিল যে,) আমি যেন অনর্থক কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিতে পারি।" **(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ, পৃষ্ঠা: ৩১০, বাণী নাম্বার: ১৭৬২)**

سُبْحٰنَ الله! হযরত মুওয়াররিক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে আমরা কত বড় একটি বিষয় অর্জন করলাম যে, তিনি ২০ বছর পর্যন্ত একটি দোয়া করছিলেন। আফসোস! আমরা এই ভেবে দোয়াই করি না যে, আমাদের

www.dawateislami.net

দোয়া কবুল হয় না এবং কিছু মানুষ তো এমন বকবক শুরু করে দেয় যে, نَعُوْذُ بِاللّٰهِ আল্লাহ পাক আমাদের কথা শোনেন না। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের নিকট চাইতে থাকুন। যদি না পান বা দেরি হয় তবে নিশ্চয়ই তাতে আমাদের কল্যাণ রয়েছে। কারণ আমরা জানি না আমাদের কল্যাণ কিসে রয়েছে। যেভাবে মা রাগের মাথায় ছেলেকে বদদোয়া দেয় যে, তুই ফেটে পড়, ধ্বংস হয়ে যা; তবে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন না অর্থাৎ এর প্রভাব প্রকাশ করেন না। যদি আল্লাহ পাক ঐ দোয়ার প্রভাব প্রকাশ করে দিতেন অর্থাৎ মা বদদোয়া দিল আর ছেলে ফেটে মারা গেল, তবে কাঁদবে কে? ছেলে নাকি মা? ছেলে তো ফেটে গিয়ে চুপ হয়ে গেল, এখন মা সারা জীবন কাঁদবে। এই কারণেই এটিও আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও রহমত যে, তিনি মায়ের দেওয়া বদদোয়া কবুল করেননি নতুবা মা নিজেই কষ্টে পড়ে যেতেন এবং আল্লাহ পাক তাকে কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। একইভাবে আমরা আরও অনেক দোয়া চাই কিন্তু সেগুলো আমাদের হকে ভালো না হওয়ার কারণে প্রায়ই কবুল করা হয় না (অর্থাৎ এর প্রভাব প্রকাশ করা হয় না) নতুবা প্রতিটি দোয়া ১০০ ভাগ কবুলই কবুল। মনে রাখবেন! কবুলিয়তের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। একটি ধরণ হলো যে, ঐ দোয়ার প্রভাব প্রকাশ হয়ে যায়, যেভাবে আমরা বলি যে, দোয়া করেছি তো অমুক কাজ হয়ে গেছে, তবে এটিও কবুলিয়তই বলা হয়। একইভাবে কবুলিয়তের দ্বিতীয় ধরণ হলো যে, ঐ দোয়ার কারণে কোনো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং আগত কোনো বিপদ দূর হয়ে যায়, যা আমরা জানতে পারি না। কবুলিয়তের তৃতীয় ধরণ হলো যে, দোয়া যেহেতু একটি ইবাদত, সেহেতু কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান সংরক্ষিত অবস্থায় পাবে। যেসব দোয়া

www.dawateislami.net

দুনিয়ায় কবুল হয়নি অর্থাৎ যার বাহ্যিক প্রভাব বান্দা দেখেনি, কিয়ামতের দিন যখন বান্দা সেগুলোর প্রতিদান ও সাওয়াব দেখবে, তখন আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! দুনিয়ায় আমার কোনো দোয়াই যদি কবুল না হতো আর আজ কিয়ামতের দিন আমি এর প্রতিদান ও সাওয়াব পেতাম! দোয়ার মধ্যে অবিচলতা মহান বিষয়। দেখুন! হযরত মুওয়াররিক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২০ বছর ধরে দোয়া করছিলেন এবং বললেন যে, যেই জিনিস প্রার্থনা করছি, তা অর্জিত না হোক কিন্তু আমিও এই দরজা কখনো ছাড়ব না এবং আমি নিরাশ হবো না। আমাদেরও নিজেদের প্রতিপালকের দরজা ছাড়া উচিত নয় এবং তাঁর দরজায় পড়ে থাকতে হবে; কারণ পড়ে থাকলেই কাজ হবে। তাঁর দরবারে ঝুঁকে থাকুন এবং তাঁর নিকট নিজেদের চাওয়াগুলো চাইতে থাকুন। কারণ তিনি দয়ালু এবং তাঁর রহমত অনেক বিশাল।

হযরত মুওয়াররিক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়াও কেমন চমৎকার চাইলেন যে, অনর্থক কথা বলার অভ্যাস যেন ছুটে যায়। দূর্ভাগ্যবশত অনর্থক কথা বলার জন্য আমরা সুযোগ খুঁজি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সামান্য কোনো ইস্যু (Issue) বা বিষয় পেলে কমেন্টস দেওয়া শুরু করে দিই। একইভাবে বন্ধুদের মাঝে কোনো ইস্যু পেলে বা কোনো কথা হলে তাতে লেকচার দেওয়া এবং মন্তব্য করা শুরু করে দিই। অতঃপর তা অনর্থক হোক বা مَعَاذَ الله গুনাহে ভরা, আমরা পিছু হটতে রাজি নই। অথচ আল্লাহ ওয়ালাদের বিনয় দেখুন যে, আল্লাহ পাকের দরজা ছাড়া যাবে না এবং দোয়া চাইতে থাকতে হবে। জানা গেল যে, যদি কেউ অনর্থক কথা ছাড়ার জন্য লড়াই বা জিহাদ করবে তবেই অবিচলতা অর্জিত হবে।

www.dawateislami.net

ہماری فالتو باتوں کی عادت دُور ہو جائے لگائیں مستقل قفلِ مدینہ لب پہ ہم مولیٰ

হামারি ফালতু বাতোঁ কি আদত দূর হো জায়ে
লাগায়েঁ মুস্তাকিল কুফলে মদীনা লব পে হাম মওলা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

২০ বছর পর্যন্ত কষ্টের সাথে ইবাদত

হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি ২০ বছর পর্যন্ত কষ্টের সাথে নামায পড়তে থাকলাম এবং (অতঃপর) ২০ বছর ধরে নামাযের মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণ করছি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৯, বাণী নাম্বার: ১৪৩০৫)

অর্থাৎ আমি ২০ বছর পর্যন্ত নিজের নফসকে মেরে তাকে জবরদস্তি ইবাদতে অভ্যস্ত করেছি। সে মানত না, কিন্তু আমি কষ্ট সহ্য করেছি, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করেছি। এরপর ২০ বছর হয়ে গেছে, আমার ইবাদতে এমন মন বসেছে যে, এই নেয়ামত থেকে স্বাদ নিচ্ছি এবং আল্লাহ পাকের ইবাদত থেকে স্বাদ গ্রহণ করছি। অথচ আমাদের অবস্থা তো এমন যে, মন বসেনি তো নামায ছেড়ে দিয়েছি, মন বসেনি তো নেক আমল করা ছেড়ে দিয়েছি, মন বসেনি তো কাফেলা থেকে পেছনে সরে গেছি, যা আমাদের জন্য সুন্নাত শিখা ও শেখানোর মাধ্যম; মন বসেনি তো সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, মন বসেনি তো ভালো সাহচর্য থেকে বেরিয়ে মন্দ সাহচর্যে গিয়ে পৌঁছেছি। মনে রাখবেন! মন বসুক বা না বসুক যদি আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নেক কাজে লেগে থাকি তবে এই বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن মতো আমাদের মনও বসে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক আমলের উপর অবিচলতা পাওয়ার জন্য অবিচলতার সাথে আল্লাহ পাকের ইবাদত করা বুযুর্গদের ঘটনা পড়া ও শোনা অনেক উপকারী। এতে ইবাদত করার এবং তাতে অবিচলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যায়।

উচ্চ মর্যাদা অর্জন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আউন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অবিচলতার কারণেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৪৭, বাণী নাম্বার: ৩১১১)**

৪০ বছর হাসেননি

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (খোদাভীদির কারণে) ৪০ বছর পর্যন্ত হাসেননি। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২৩১)** মনে রাখবেন! উচ্চস্বরে হাসা এবং অট্টহাসি দেওয়া সুন্নাত নয়।

৪০ বছর পর্যন্ত কুরআন পড়িয়েছেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান সুলামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর পর্যন্ত মসজিদে কুরআনে করীম পড়িয়েছেন। **(আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ৪/২৪১)**

আফসোস! আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় না পড়তে ইচ্ছা করে, আর না পড়ানোর। হায়! শত কোটি আফসোস! যেভাবে আমাদের দুনিয়াবী জিনিস এবং দুনিয়াবী সম্পদের অন্বেষণে অবিচলতা অর্জিত হয়ে যায়, একইভাবে নেকীর অন্বেষণেও যেন অবিচলতা অর্জিত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

২০ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে বিরত থাকেন

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত রবীই বিন খাইসাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২০ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথা মুখ দিয়ে বলেননি। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৩৭)

৪০ বছর পর্যন্ত ইশার পর কথা বলেননি

হযরত সায়্যিদুনা মনসুর বিন মু'তামির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর পর্যন্ত ইশার পর কোনো কথা বলেননি। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৩৭)

৩০ বছর ধরে দু'টি বিষয়ের চিকিৎসা

একজন আলিমে দ্বীন বলেন: আমি ৩০ বছর ধরে দুটি জিনিসের চিকিৎসা করছি: (১) মানুষের থেকে লোভ ত্যাগ করা। (২) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ পাকের জন্য আমল করা। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩২০, বাণী নাম্বার: ১০৬৭৩)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস

সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার একাদশ পীর ও মুরশিদ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ৩০ বছর পর্যন্ত এই অভ্যাস ছিল যে, ইশার নামাযের পর দাঁড়িয়ে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতেন এবং ঐ অযু দিয়েই ফজরের নামায আদায় করতেন। তাঁর ২০ বছর পর্যন্ত তকবীরে উলা মিস হয়নি। (শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া, পৃষ্ঠা: ৭৩)

হে আশিকানে আউলিয়া! জামাআত সহকারে নামাযে যে প্রথম তাকবীরটি বলা হয়, তাকে "তাকবীরে উলা" বলে। চিন্তা করুন! হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অবিচলতার সাথে ২০ বছর পর্যন্ত তাকবীরে

www.dawateislami.net

উলা সহকারে নামায পড়েছেন। আমাদের যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আজ কি আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলা সহকারে পড়েছেন? তবে হতে পারে এই উত্তরই আসবে যে, আজ পাঁচ ওয়াক্তে আমি একটিও তাকবীরে উলা পাইনি। উত্তর এমনও হতে পারে যে, পাঁচ ওয়াক্ত তো কী, পাঁচ দিন এমন কেটেছে যে, একটিও তাকবীরে উলা মেলেনি। আর এই উত্তর আসাও সম্ভব যে, পাঁচ মাস কেটে গেছে কিন্তু একটিও তাকবীরে উলা অর্জন করতে পারিনি।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোনো সাধারণ ব্যক্তিত্ব নন বরং সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার অনেক বড় মনিষী এবং আল্লাহ পাকের ওলী ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের পীর ও মুরশিদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাশায়িখ এবং পীরদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের শাজারায়ে কাদেরীয়াতে যে পংক্তিটি পড়া হয়, "জুনদে হক মেঁ গিন জুনাইদে বা-সাফা কে ওয়াস্তে", এতে তাঁর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর অবিচলতা দেখুন যে, ২০ বছর পর্যন্ত তাকবীরে উলা ছাড়েননি। আফসোস! আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে তো কী, জামাআতই ঠিকমতো জোটে না। কখনো অবসর পেয়ে গেল বা মুড হলো তো মসজিদে পৌঁছে গেলাম এবং পূর্ণ জামাআত পেয়ে গেলাম নতুবা অধুরাই রয়ে যায়। দূর্ভাগ্যবশত ইতিকাফকারীদের মধ্যেও কারো কারো পূর্ণ জামাআত মেলে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নামাযী বানিয়ে দিক। নতুবা আমাদের অবস্থা তো এমন যে, "মন তো আমাদের পুরোনো পাপী, বছরের পর বছর হয়েছে, নামাযী হতে পারিনি।" আল্লাহ পাক এই আউলিয়ায়ে কিরামদের উপর আপন রহমত অবতীর্ণ করুক এবং তাঁদের

www.dawateislami.net

সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت ہو توفیق ایسی عطا یاالٰہی
میں پڑھتا رہوں سنتیں، وقت ہی پر ہوں سارے نوافل ادا یاالٰہی

মে পাঁচো নামাযেঁ পড়হুঁ বা-জামাআত হো তৌফিক এ্যয়সি আতা ইয়া ইলাহী
মে পড়তা রাহু সুন্নাতেঁ ওয়াক্ত পর হি হোঁ সারে নাওয়াফেল আদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৮৯)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অতুলনীয় বিনয়ের উদাহরণ (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত উস্তাদের বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁকে তিনবার খাবারের দাওয়াত দিল। তিনি যখনই যেতেন সে ফিরিয়ে দিত। শেষ পর্যন্ত চতুর্থবার সে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল এবং তার বাড়ি থেকে বারবার ফিরিয়ে দেওয়ার পরেও অসন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যা বললেন তার উপর ঐসকল লোক, যারা নিজেদের মুখে ফকির, ভুলের পাহাড় এবং বড় গুনাহগার বান্দা ইত্যাদি বলে, তারা চিন্তা করুন যে, তাদের এমন বলা কতটুকু সঠিক? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের অসন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ এটিই বললেন যে: "আমি ২০ বছর পর্যন্ত নিজের নফসকে লাঞ্ছনার জন্য রাজি থাকার অভ্যাস করিয়েছি, এমনকি এখন এর অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেছে যে, যখন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন চলে যায়, যখন তাকে ডাকা হয় তখন ফিরে আসে। যদি তুমি আমাকে ৫০

www.dawateislami.net

বারও ফিরিয়ে দিতে এবং এরপর পুনরায় ডাকতে তবে আমি চলে আসতাম।” (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৮১)

হে আশিকানে রাসূল! একেই বলে আসল অবিচলতা এবং বিনয়! আমরা নিজেদের মৌখিকভাবে বড় বিনয়ী, মিসকীন, গুনাহগার এবং ফকির ও তুচ্ছ, ভুলের পাহাড় বলি। মনে রাখবেন! যদি কেউ নিজেকে এমন বলে তবে আমরা তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করব না কিন্তু যেই বলুক সে নিজে চিন্তা করুক যে, অন্তরের অবস্থা কি সত্যিই ফকিরসুলভ, তুচ্ছ বা মিসকীনদের মতো? নাকি স্বভাব বিরুদ্ধ সামান্য কোনো কথা হলো আর বিনয়ের আগের-পরের সমস্ত রেকর্ড সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন, রেগে গেলেন এবং শোরগোল শুরু করে দিলেন! এমন বান্দা কখনো বিনয়ী ও ফকির হতে পারে না। আসল মিসকীনি বা বিনয় হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উস্তাদের, যা অনুকরণীয়। আল্লাহ পাক আমাদেরও প্রকৃত বিনয় নসীব করুক। বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن লিখেছেন: যে ব্যক্তি অন্যদের সামনে মৌখিকভাবে বিনয়ের শব্দ আওড়ায়, সে বাস্তবে লোক দেখানো কাজ করে, যাতে মানুষের উপর নিজের ছাপ ফেলতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন! যেই বিনয়ের কথা বলুক তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করব না এবং না কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো কথা বলব, কারণ তার অন্তরের অবস্থা আমরা জানি না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অবিচলতায় বাধার বিষয়গুলো

হে আশিকানে রাসূল! অবিচলতার রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে একটি অনেক বড় বাধা হলো অলসতা। কারণ যখন কোনো ব্যক্তির কোনো কাজ করার মনই করবে না তখন সে তাতে অবিচলতা কীভাবে অর্জন করবে? অতএব অলসতা দূর করুন এবং এ থেকে পিছু ছাড়ান; কারণ এটি অনেক বড় আপদ ও মুসিবত। অলস মানুষ দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো বড় কাজ করতে পারে না, অথচ অবিচলতার সাথে অল্প অল্প কাজ করা ব্যক্তিও একদিন নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যায়। যেমনিভাবে খরগোশ ও কচ্ছপের প্রতিযোগিতা হলো যে, কে আগে অমুক স্থানে পৌঁছাবে। খরগোশ মনে মনে ভাবল: আমি অনেক দ্রুতগামী, অল্প সময়ের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে সেখানে পৌঁছে যাব; অতএব সে অলসতা প্রদর্শন করল যে, কিছুক্ষণ আরাম করে নিই। পক্ষান্তরে কচ্ছপ নিজের ধীর গতির সাথে অনবরত চলতে থাকল এবং খরগোশের আগে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে গেল। চিন্তা করুন! খরগোশ চটপটে হওয়া সত্ত্বেও অলসতার কারণে হেরে গেল। জানা গেল যে, কাজ অল্প হোক এবং ধীরেও হোক কিন্তু অনবরত বা লাগাতার হলে তাতে সফলতা অর্জন হতে পারে।

অলসতার কারণে ইবাদত ত্যাগকারী

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক যেই ব্যক্তিকে ইবাদতে অভ্যস্ত করে দেন এবং এরপর সে অলসতার কারণে তা ছেড়ে দেয় তবে আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

(ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন, ৩/৭৬৩)

www.dawateislami.net

হানাফীদের মহান ইমাম, ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের যোগ্যতম ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলেছিলেন: "তুমি খুবই মেধাহীন (অর্থাৎ পড়াশোনায় দুর্বল) ছিলে কিন্তু তোমার প্রচেষ্টা ও অবিচলতা তোমাকে এগিয়ে দিয়েছে।" (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা: ৪৫)

হে আশিকানে রাসূল! ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পড়াশোনায় দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পড়তে রইলেন, কখনো পিছিয়ে যাননি। অথচ আফসোস! আমাদের অনেক ছাত্র পিছিয়ে যায়। সাধারণত প্রতিটি মাদরাসায় দরসে নেযামীর প্রথম ক্লাসে অনেক ছাত্র ভর্তি হয় কিন্তু পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্লাসে পিছিয়ে যেতে শুরু করে, এমনকি দাউরায়ে হাদীস শরীফ (শেষ ক্লাস) পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র পৌঁছায়। যেসব ছাত্র জামিয়াতুল মদীনায় দরসে নেযামী বা মাদরাসাতুল মদীনায় হিফয করছেন তারা মনে রাখবেন যে, ৫০ বছর লেগে যাক কিন্তু আপনারা অবিচলতার সাথে লেগে থাকুন; اِنْ شَآءَ الله আপনারা পড়ার সাওয়াব পেতে থাকবেন এবং নিজের এই মানসিকতা তৈরি করে নিন যে, যা-ই হয়ে যাক, কিছু বুঝতে আসুক বা না আসুক, রূপান্তর মুখস্ত হোক বা না হোক, সরফ ও নাহু কঠিন লাগুক বা না লাগুক, আপনারা লেগে থাকবেন। হতে পারে শুরুতে কঠিন মনে হবে কিন্তু ধীরে ধীরে ইলমে দ্বীন সহজ হয়ে যাবে। একইভাবে যখন আপনারা পড়তে শুরু করবেন তখন এভাবে নিয়ত করে নিন যে, আমি ইলমে দ্বীন পড়তে চাই, এরপর এর জন্য দোয়া করুন, অযীফা পড়ুন এবং অন্যদেরকে দিয়েও দোয়া করান; اِنْ شَآءَ الله আপনারা পড়ে যাবেন। দেখুন! ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মেধাহীন ছিলেন কিন্তু পরিশ্রম করতে থাকলেন তো অনেক বড় ইমাম এবং মুজতাহিদ হয়ে গেলেন। এটি অনেক

www.dawateislami.net

বড় মর্যাদা। ইমামে আযম আবু হানীফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর অনেক ছাত্র আছে কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের দুইজন ছাত্র হলেন: ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمَا।

فضول گوئی کی نکلے عادت ہو دور بے جا ہنسی کی خصلت
دُرُود پڑھتا رہوں میں ہر دم امامِ اعظم ابو حنیفہ

ফুযুল গোয়ি কি নিকলে আদত হো দূর বে-জা হাসি কি খাসলত
দরূদ পড়তা রাহু মে হার দম ইমামে আযম আবু হানীফা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৫৮৩)

দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এভাবে দোয়া করতেন: "اَعُوۡذُبِکَ مِنَ الۡبُخۡلِ وَالۡکَسَلِ وَاَرۡذَلِ الۡعُمُرِ وَعَذَابِ الۡقَبۡرِ وَفِتۡنَۃِ الدَّجَّالِ وَفِتۡنَۃِ الۡمَحۡیَا وَالۡمَمَاتِ" অর্থাৎ (হে আল্লাহ পাক!) আমি কৃপণতা, অলসতা, বার্ধক্যের চূড়ান্ত বয়স, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (বুখারী, ৩/২৫৭, হাদীস: ৪৭০৭) এই হাদীসে পাকে "اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ" (অর্থাৎ বার্ধক্যের চূড়ান্ত বয়স) বলতে অকেজো বয়সের বৃদ্ধদের বোঝানো হয়েছে, যারা ঘরের কোনো কোণে পড়ে থাকে এবং কোনো কাজের হয় না। এই বয়স থেকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। একইভাবে অলসতা থেকেও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, যদিও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মতো চটপটে না তো কেউ হয়েছে আর না হবে, তবুও অলসতা প্রসঙ্গে তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করছেন। একইভাবে প্রিয়

www.dawateislami.net

নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহ থেকে নিষ্পাপ, তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিনে কখনো ৭০ বা ১০০ বার ইস্তিগফার পাঠ করতেন; অথচ আমরা দিনরাত গুনাহ করা সত্ত্বেও একবারও ইস্তিগফার পড়ার তৌফিক পাই না।

শায়খ নজমুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুটি পংক্তির অনুবাদ হলো: (১) অনুগত থেকো, পরিশ্রম করতে থাকো এবং অলসতা করো না; কারণ একদিন তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। (২) রাতে ঘুমানো ছেড়ে দাও, সৃষ্টির মধ্যে উত্তম সেই, যে রাতে খুব কম ঘুমায় (যাতে খুব ইবাদত করতে পারে)। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা: ৮৫)

মনে রাখবেন! এখানে রাতে জেগে থাকা বলতে ঐসকল লোক উদ্দেশ্য নয়, যারা রাত দুইটায় বাড়িতে আসে এবং তাদের এতটুকু তৌফিক হয় না যে, তারা গাড়ি থেকে নেমে ডোরবেল বাজাবে বরং গাড়ি থামিয়ে গলির ভেতর হর্ন বাজাতে থাকে, যেন তারা নিজেদের বোকামীর ঘোষণা এভাবে করছে যে, যদি কখনো বোকা লোক না দেখে থাকো তবে আমাকে দেখে নাও। আর না ঐসকল যুবক উদ্দেশ্য, যারা মাঝরাতে বাইকের সাইলেন্সার খুলে ঘোরে, গলিতে খেলে, শোরগোল করে এবং আড্ডা দিয়ে গল্পগুজব করে; তাদের এভাবে রাতে জাগাতে কোনো সাওয়াব অর্জিত হবে না। রাতে তো কুকুরও জাগে এবং ঘেউ ঘেউ করে, না নিজে ঘুমায় আর না অন্যদের ঘুমাতে দেয়। এখানে ঐসকল লোক উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য জাগে; যেমন; সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় রাত কাটায় যেখানে কিছু ঘুমানোর বিরতিও থাকে এবং তাহাজ্জুদ নামাযও

www.dawateislami.net

পাওয়া যায়। একইভাবে যারা রাত জেগে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করে, ইলমে দ্বীন অর্জন করে, আলিমে দ্বীনের সাহচর্যে বসে, দ্বীন পড়ে, কুরআনে করীম তিলাওয়াত করে, তবে তাদের জাগা নিশ্চয়ই ইবাদত। আর যারা অন্যদের বিরক্ত করে তাদের ফরয নামাযগুলো ছাড়া দিনরাত ঘুমিয়ে থাকাই ভালো, যাতে তাদের অনিষ্ট থেকে মানুষ বেঁচে থাকে। নিজেদের অনিষ্ট থেকে মানুষকে বাঁচানোও সাওয়াবের কাজ কিন্তু এতে ভালো নিয়ত থাকা জরুরী। এমন নয় যে, রুক্ষ মজাজ আর লোকজনকে নিজের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখতে পারে না, তবে এখন ঘুমিয়ে থাকুক বা ঘুমের ইনজেকশন নিয়ে নিক। আল্লাহ পাক আমরা যেন এমন অনিষ্টকারী না হই যে, আমাদের অনিষ্টে মানুষের কষ্ট হয় বরং আমরা যেন নেককার হয়ে যাই। নেককার হওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাহচর্যে থাকবেন তবে اِنْ شَآءَاللّٰه নেককারও হয়ে যাবেন।

بنادے مجھے نیک نیکوں کا صَدقہ　　گناہوں سے ہر دم بچایا الٰہی
عبادت میں گزرے مری زندگانی　　کرم ہو کرم یا خدایا الٰہی

বানা দেয় মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা
গুনাহোঁ সে হার দম বাঁচা ইয়া ইলাহী
ইবাদত মেঁ গুযরে মেরি জিন্দেগানি
করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

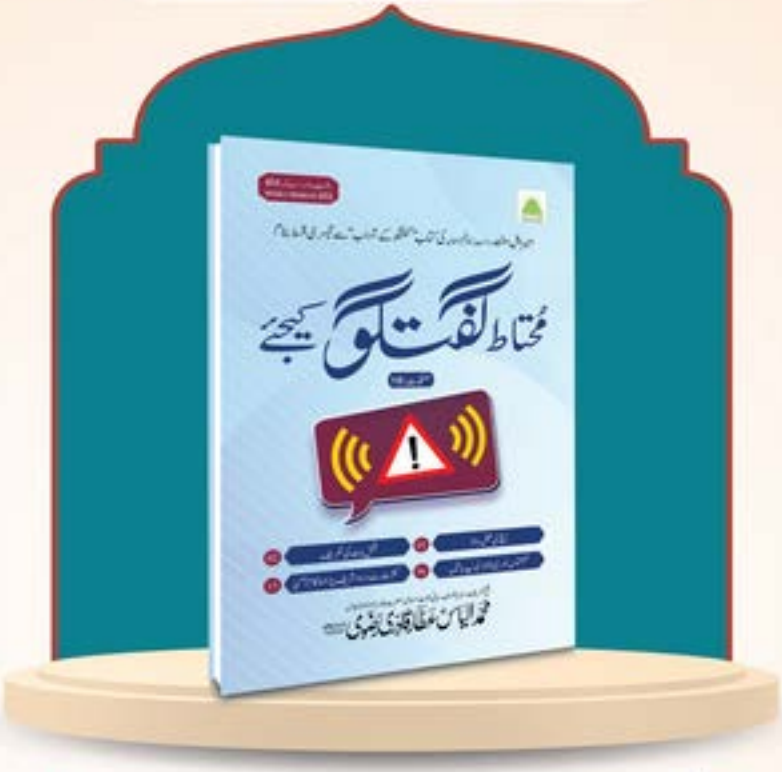
www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দরূদ শরীফের ফযীলত.....১
বিড়ালের অবিচলতা ১
মুরাকাবা কোত্থেকে শিখলেন? ২
আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল..... ৩
অবিচলতা কাকে বলে? ৩
অবিচলতার গুরুত্ব সম্পর্কে বুযুর্গদের বাণী ৪
২০ বছর থেকে একটি জিনিসের প্রার্থনা ৭
২০ বছর পর্যন্ত কষ্টের সাথে ইবাদত ১০
উচ্চ মর্যাদা অর্জন..... ১১
৪০ বছর হাসেননি..... ১১
৪০ বছর পর্যন্ত কুরআন পড়িয়েছেন ১১
২০ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে বিরত থাকেন ১২
৪০ বছর পর্যন্ত ইশার পর কথা বলেননি.....১২
৩০ বছর ধরে দু'টি বিষয়ের চিকিৎসা ১২
হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস.....১২
অতুলনীয় বিনয়ের উদাহরণ (ঘটনা) ১৪
অবিচলতায় বাধার বিষয়গুলো ১৬
অলসতার কারণে ইবাদত ত্যাগকারী ১৬
দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১৮

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net